মূল বইয়ের অতিরিক্ত অংশ

অধ্যায়: ২

পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ▶১ জামাল ও কামাল দুই বন্ধু। তারা দু'জনই মানবিক বিভাগের ছাত্র। জামাল মনে করে, নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে জন্মসূত্রে নাগরিকতা লাভ করা একটি চিরন্তন পদ্ধতি।

◀ *শিখনফল-২ [শরীয়তপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. জন্মস্থান নীতি কী? ১

খ. 'তথ্য' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কামাল অনুমোদনসূত্রে কীভাবে নাগরিকতা লাভ করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'মানবিক ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব প্রদান বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সম্ভব নয়'— তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জন্মস্থান নীতি হলো নাগরিকতা অর্জনের একটি পদ্ধতি। এ নীতি অনুযায়ী বাবা-মা যে দেশেরই নাগরিক হোক না কেন, সন্তান যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করবে সে ওই রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে।

খ আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা অনুযায়ী, 'তথ্য' হচ্ছে কোনো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক বিষয় সংক্রান্ত স্মারক, বইসহ যেকোনো তথ্যবহুল বস্তু বা এর প্রতিলিপি। তথ্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে— প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, নকশা, মানচিত্র, আলোকচিত্র, অডিও-ভিডিও উপাদান, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, চুক্তি, আদেশ, দলিল, নমুনা, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত ইনস্ট্রুমেন্ট ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকের কামাল নির্দিষ্ট কতগুলো শর্ত পালনের মাধ্যমে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা লাভ করতে পারবে।

রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি যে মর্যাদা ও সম্মান পায় তাকে নাগরিকতা বলে। নাগরিকতা অর্জনের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা- জন্মসূত্র ও অনুমোদনসূত্র। জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে জন্মনীতি ও জন্মস্থান নীতি অনুসরণ করা হয়। জন্মনীতি অনুযায়ী, পিতামাতার নাগরিকতাই সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারণ করে। আর জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী বাবা-মা যে দেশেরই নাগরিক হোক না কেন, সন্তান যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করবে সে ওই রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। অন্যদিকে কতগুলো নির্দিষ্ট শর্তপালনের মাধ্যমেও এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করতে পারে। একে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জন বলা হয়। অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা পেতে হলে সাধারণত যেসব শর্ত পালন করতে হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে— সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিককে বিয়ে করা, দীর্ঘদিন বসবাস করা সে দেশে সরকারি চাকরি করা, সম্পত্তি কেনা ও কর দেওয়া, আইনশৃঙ্খলা মেনে চলা ও সদাচরণ করা ইত্যাদি। রাষ্ট্রভেদে এসব শর্ত ভিন্ন হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যদি এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করে তবে সে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবে।

সুতরাং বলা যায়, প্রয়োজনীয় শর্তাবলির মধ্যে রাষ্ট্র ভেদে এক বা একাধিক শর্ত পূরণের মাধ্যমে কামাল অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জন করতে পারবে।

ঘ 'মানবিক ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব প্রদান বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সম্ভব নয়'— উক্তিটি যথার্থ।

নাগরিকতা অর্জনের দুটি মূল পদ্ধতি জন্মসূত্র ও অনুমোদনসূত্র ছাড়াও মানবিক কারণে নাগরিকত্ব অর্জনের সুযোগ আছে। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ভিন্নমত কিংবা জাতিগত কারণে বিপন্ন হয়ে কোনো ব্যক্তি যদি অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় নেয় তবে সেই রাষ্ট্র আবেদনের ভিত্তিতে তাকে প্রথমত বসবাসের সুযোগ এবং এক পর্যায়ে নাগরিকত্ব দিতে পারে। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে মানবিক কারণে নাগরিকত্ব প্রদান সব সময় সম্ভব নয়। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল ও জনবহুল দেশ। এ দেশ স্বল্প আয়তন, সীমিত অবকাঠামো ও নিম্ন মাথাপিছু আয়সহ অনেক সমস্যায় জর্জরিত। এ কারণে বাংলাদেশের পক্ষে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মানবিক কারণে বেশিসংখ্যক বিদেশিকে নাগরিকত্ব দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিছু লোককে নাগরিকত্ব দেওয়া হলে তা বাংলাদেশের চেয়ে অনগ্রসর দেশের বহু মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে। সে বোঝা সামলানো বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হবে না। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ আটকেপড়া পাকিস্তানি ও মিয়ানমারের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চাপ বহন করছে। নতুন করে লাখ লাখ রোহিঙ্গা এসে সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলেছে। অর্থনৈতিক ছাড়াও এ সমস্যার একটি নিরাপত্তাগত দিকও রয়েছে। বিশেষ করে মিয়ানমারে নির্যাতিত হয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক জঙ্গি থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কিছু লোকের মধ্যে প্রাণঘাতী এইচআইভি ভাইরাসও ধরা পড়েছে। এ ছাড়া দেখা গেছে, অনেকদিন ধরে বাংলাদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের অনেকে এলাকায় অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং মানবিক কারণে তাদের নাগরিকতা দেওয়া হলে জঙ্গিবাদসহ বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হতে পারে। কাজেই সার্বিক আর্থসামাজিক ও নিরাপত্তাগত পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশের পক্ষে মানবিক কারণে ঢালাও নাগরিকত্ব দেওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶২ বিদেশি নাগরিক স্টিফেন বাংলাদেশের চট্টগ্রামে একখণ্ড জমি কিনে সেখানে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং পাঁচ লক্ষ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেন। তিনি এদেশের আইন মেনে সততার সাথে ব্যবসা করেন এবং নিয়মিত কর দেন। স্টিফেনের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার তাকে এদেশের নাগরিকতা দেয়। চট্টগ্রামের প্রাণিবৈচিত্র্য সংরক্ষণেও তিনি কাজ করেন।

◀ *শিখনফল-৪ [রাজশাহী সরকারি মাদ্রাসা]*

ক. নাগরিকতা কী? ১

খ. নাগরিকের একটি সামাজিক অধিকার ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কোন শর্তে স্টিফেন বাংলাদেশের নাগরিকতা লাভ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "স্টিফেন রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করার পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সুনাগরিকতার সাক্ষর রেখেছেন"— এ বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি যে মর্যাদা ও সম্মান পায় তাকে নাগরিকতা বলে।

খ শিক্ষার অধিকার নাগরিকের একটি সামাজিক অধিকার।

রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে নাগরিকের মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটে। আর সুশিক্ষিত নাগরিক রাষ্ট্রের সম্পদস্বরূপ। নাগরিকদের যথাযথ শিক্ষাদানের মাধ্যমে

বুদ্ধিমান ও দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাই রাষ্ট্র শিক্ষা বিস্তারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

গ বিদেশি নাগরিক স্টিফেন স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় এবং সততার পরিচয় দেওয়ার শর্ত পূরণ করায় অনুমোদনসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিকতা লাভ করেছেন।

নির্দিষ্ট কতগুলো শর্ত পূরণের মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করলে তাকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিক বলা হয়। অনুমোদনসূত্রে কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে সাধারণত যেসব শর্ত পূরণ করতে হয় সেগুলো হলো— সে রাষ্ট্রের নাগরিককে বিয়ে করা, দীর্ঘদিন বসবাস করা, সরকারি চাকরি করা, কর পরিশোধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দেওয়া, সে দেশের ভাষা জানা, সম্পত্তি ক্রয় করা ও সেনাবাহিনীতে যোগদান করা ইত্যাদি। রাষ্ট্রভেদে এসব শর্ত ভিন্ন হতে পারে। কোনো ব্যক্তি এর মধ্যে এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করলে তিনি নাগরিকতার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সরকারের কাছে আবেদন করতে পারেন।

উদ্দীপকে উল্লেখিত বিদেশি নাগরিক স্টিফেন বাংলাদেশের চট্টগ্রামে জমি কিনে সেখানে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি পাঁচ লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেন। স্টিফেন এদেশের আইন মেনে সততার সাথে ব্যবসা করেন এবং নিয়মিত কর দেন। পরে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার তাকে এদেশের নাগরিকত্ব দেয়। স্টিফেন অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা লাভের জন্য সম্পত্তি কেনা, বিনিয়োগ ও সততার পরিচয় দেওয়ার শর্ত পূরণ করেছেন। তাই বাংলাদেশ সরকার তাকে নাগরিকতা দিয়েছে।

ঘ "স্টিফেন রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করার পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সুনাগরিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন"— বক্তব্যটি আমি সমর্থন করি।

অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র অনুমোদিত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। নাগরিকের মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য কিছু অধিকার থাকা অপরিহার্য। আবার রাষ্ট্রপ্রদত্ত বিভিন্ন অধিকার (রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক) ভোগের বিনিময়ে নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। এসব দায়িত্বকেই নাগরিকের কর্তব্য বলা হয়। সুনাগরিক হতে হলে অধিকার ভোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যও যথাযথভাবে পালন করতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা, আইন মেনে চলা, নিয়মিত কর দেওয়া ইত্যাদি নাগরিকের কর্তব্য। উদ্দীপকের স্টিফেন অনুমোদনসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিকতা লাভ করেছেন। তাই তিনি রাষ্ট্রপ্রদত্ত বিভিন্ন অধিকার ভোগ করেন। স্টিফেন এদেশের আইন মেনে সততার সাথে ব্যবসা করেন, নিয়মিত কর দেন এবং চট্টগ্রামের প্রাণিবৈচিত্র্য সংরক্ষণেও কাজ করেন। অর্থাৎ তিনি অধিকার ভোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি বিভিন্ন কর্তব্যও পালন করেন। উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, স্টিফেন রাষ্ট্রের দেওয়া বিভিন্ন অধিকার ভোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে প্রকৃতই সুনাগরিকের পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশ্ন ▶৩ রফিক ও সাজ্জাদ দুই বন্ধু। রফিক যেকোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সকল দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে। কিন্তু সাজ্জাদ এর বিপরীত। সে সবসময় নিজের স্বার্থকেই বড় করে দেখে। *◀ শিখনফল-৪*

ক. কবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়? ১

খ. নাগরিকের নৈতিক অধিকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. রফিক ও সাজ্জাদের চরিত্রে কোন বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করার জন্য রফিক রাষ্ট্র থেকে যেসব অধিকার ভোগ করে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়।

খ নৈতিক অধিকার বলতে আমরা সেসব অধিকারকে বুঝি যা মানুষের বিচারবুদ্ধি ও নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভূত। যেমন– ভিক্ষুকের ভিক্ষা পাবার অধিকার, দুর্বলের বা দরিদ্রের সাহায্য পাবার অধিকার, সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভরণ-পোষণের অধিকার প্রভৃতি। নৈতিক অধিকারের পিছনে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বা অনুমোদন থাকে না। এটা ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে না। তবে নৈতিক অধিকারের পিছনে সমাজের সমর্থন বিদ্যমান। কোনো ব্যক্তি এ অধিকার ভঙ্গ করলে সমাজ কর্তৃক তার কাজের সমালোচনাই তার শাস্তি। নৈতিক অধিকার সামাজিক বন্ধনকে মজবুত করে।

গ উদ্দীপকে রফিকের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলি এবং সাজ্জাদের চরিত্রে আত্মকেন্দ্রিক নাগরিকের গুণাবলি ফুটে উঠেছে।

রাষ্ট্রের যে সব নাগরিক বুদ্ধিমান, সকল সমস্যা অতি সহজে সমাধান করে, যার বিবেক আছে, ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ বুঝতে পারে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে, আর যে আত্মসংযমী, বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে তাদেরকে সুনাগরিক বলা হয়। বুদ্ধি সুনাগরিকের অন্যতম গুণ। বুদ্ধিমান নাগরিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুমুখী সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া রাষ্ট্রের সুনাগরিকদের আত্মসংযম ও বিবেকবোধ সম্পন্ন হতে হবে। বিবেকবান নাগরিক একদিকে যেমন রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করে থাকে, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে।

উদ্দীপকে উল্লেখিত রফিক যেকোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সকল দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে। তাই তাকে সুনাগরিক বলা যায়। কিন্তু তার বন্ধু সাজ্জাদ সম্পূর্ণ তার বিপরীত। তাই তাকে সুনাগরিক না বলে শুধু নাগরিক বলা যায়।

ঘ দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে পালনের জন্য রফিক রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে।

রফিক সমাজে সুখ-শান্তিতে বসবাস করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অধিকার ভোগ করে থাকে। যেমন— জীবনরক্ষার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার ও মত প্রকাশের, পরিবার গঠনের, শিক্ষার, আইনের দৃষ্টিতে সমান সুযোগ লাভের, সম্পত্তির ও ধর্মচর্চার অধিকার ইত্যাদি। এছাড়া সে রাষ্ট্র পরিচালনায় পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় যা তার রাজনৈতিক অধিকারকে নিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে সে নির্বাচনে ভোটাধিকার, নির্বাচিত হওয়া এবং সকল প্রকার অভাব-অভিযোগ আবেদনের মাধ্যমে প্রতিকার লাভ করে থাকে। জীবনধারণ, জীবনকে উন্নত ও অগ্রসর করার জন্য রফিক রাষ্ট্রপ্রদত্ত বিভিন্ন অর্থনৈতিক অধিকারও ভোগ করে থাকে।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সঠিকভাবে দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের জন্য রফিক বিভিন্ন ধরনের অধিকার ভোগ করে থাকে।

প্রশ্ন ▶৪ সম্প্রতি মিয়ানমার রোহিঙ্গা উপজাতিদেরকে নানাভাবে অত্যাচার, হত্যা, খুন, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ করে। রোহিঙ্গারা জীবন বাঁচানোর জন্য কেউ পরিবার পরিজনসহ, কেউ বা পরিবার পরিজন

ছাড়াই বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে। বাংলাদেশ সরকার তাদের যথাসম্ভব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেও এক্ষেত্রে বিশ্ববাসীর সহযোগিতা সকলের কাম্য। কারণ "সরকারের একার পক্ষে এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়।"

◀ *শিখনফল-৫*

ক. নাগরিকতা কী? ১

খ. আইনের শাসনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষ উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি যে মর্যাদা ও সম্মান পেয়ে থাকে তাকে নাগরিকতা বলে।

খ সাম্য, স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের শাসন প্রয়োজন।

আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্তির সুযোগকে আইনের শাসন বলে। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইন না থাকলে সমাজে অনাচার অরাজকতা সৃষ্টি হতো। আইনের অভাবে অবিশ্বাস আন্দোলন ও বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। সুতরাং সামাজিক সাম্য, নাগরিক গণতান্ত্রিক সমাজ ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য।

গ উদ্দীপকের রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা নাগরিকের আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

আইনগত অধিকার বলতে ব্যক্তির সেই অধিকারকে বোঝায় যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। আইনগত অধিকারের পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব। আইনগত অধিকার ভঙ্গকারীকে রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয়। জীবনধারণের অধিকার, বসবাস করার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, চাকরির অধিকার প্রভৃতি আইনগত অধিকারের পর্যায়ভুক্ত। মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা এসকল অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, সম্প্রতি মিয়ানমার রোহিঙ্গা উপজাতিদেরকে নানাভাবে অত্যাচার, হত্যা, খুন, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ করে। ফলে রোহিঙ্গারা তাদের সবকিছু ফেলে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। এখানে রোহিঙ্গারা তাদের আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কেননা জীবন রক্ষার স্বাধীনভাবে চলাফেরার ও মত প্রকাশের, পরিবার গঠনের, শিক্ষার, আইনের দৃষ্টিতে সমান সুযোগ লাভের ও সম্পত্তি লাভের অধিকার আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আবার রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার, নির্বাচনে ভোটাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার ও আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া জীবনধারণ, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ লাভ, ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আর রোহিঙ্গারা এসকল অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, তারা আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

ঘ সরকারের একার পক্ষে এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়— বাংলাদেশ সরকার সম্পর্কে উদ্দীপকের এ শেষ উক্তিটি যথার্থ।

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং সুসভ্য সমাজ জীবনের জন্য অধিকার অপরিহার্য। রাষ্ট্রই নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রবর্তন ও তা সংরক্ষণ করে থাকে। কিন্তু উদ্দীপকের রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। মিয়ানমারের সরকার রোহিঙ্গাদের অধিকার রক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। ফলে তারা নির্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে। কিন্তু এ দেশের সরকারের একার পক্ষে তাদের এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, বাংলাদেশ সরকার এ দেশে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের যথাসম্ভব সহযোগিতা করছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশ্ববাসীর সহযোগিতার প্রয়োজন। কেননা বাংলাদেশ সরকারের একার পক্ষে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের পাশাপাশি জাতিসংঘ প্রদত্ত মানবিক অধিকারও লঙ্ঘন করছে। জাতিসংঘ স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকারে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রোহিঙ্গারা এ অধিকার থেকেও বঞ্চিত। তাদের এ সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন সমগ্র বিশ্বের সাহায্য ও সহযোগিতা। বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রসহ সম্মিলিতভাবে মিয়ানমার সরকারের উপর কূটনৈতিকভাবে চাপ প্রয়োগ করতে পারে। মিয়ানমার সরকার এতেও যদি রোহিঙ্গাদের মানবিক অধিকার নিশ্চিত না করে তাহলে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো তাদের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করতে পারে। সেই সাথে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের খাদ্য ও ত্রাণসামগ্রী দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে। কারণ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে প্রায় পাঁচলাখ রোহিঙ্গাদের খাদ্য ও ত্রাণের ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার সরকারের ওপর চাপ প্রদান এবং বাংলাদেশে আশ্রিত অসংখ্য রোহিঙ্গাদের খাদ্য ও ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ করার জন্য সমগ্র বিশ্বের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। অন্যথায় বাংলাদেশ সরকারের একার পক্ষে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ৫ জামিল সাহেব মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে গিয়ে দেখলেন, সেখানে নারীরা ভোট দিতে পারে না এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। এমনকি কোনো বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে পারে না।

◀ *শিখনফল-৫*

ক. কখন তথ্য অধিকার আইন পাস হয়? ১

খ. সাম্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে নারীরা কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত অধিকার ছাড়াও একটি দেশে আরও অনেক অধিকার রয়েছে"— তুমি কি একমত? ব্যাখ্যা কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল তথ্য অধিকার আইন পাস হয়।

খ জাতি, ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে সাম্য বলে।

সকলকে সমান করে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে সাম্য বলে। এর অর্থ সকল ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেককে সমান সুযোগ প্রদান করা। অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন "সাম্য হলো মৌলিকভাবে বৈষম্য অবসানের একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া।" সুতরাং, সাম্য বলতে মানবজীবনের সেই পরিবেশ বা প্রক্রিয়াকেই বোঝায় যেখানে জাতি, ধর্ম-বর্ণ, নারী-পরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়, সুষম পরিবেশ গড়ে তোলা হয় এবং সকলকে সমানভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ প্রদান করা হয়।

গ মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে নারীরা রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম নাগরিকগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের জন্য যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে থাকে তাকেই রাজনৈতিক অধিকার বলে।

যেমন— ভোটদানের অধিকার, নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার, রাজনৈতিক দলগঠনের অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার ইত্যাদি। উদ্দীপকের নারীরা এসকল অধিকার থেকে বঞ্চিত।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পায়, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে নারীরা ভোট দিতে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। এমনকি তারা কোনো বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে পারে না। মধ্যপ্রাচ্যের এ দেশটির নারীদের মূলত রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কেননা ভোটাধিকার, নির্বাচিত হবার অধিকার ও মত প্রকাশের অধিকার রাজনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার স্বীকৃত। সকল নাগরিকের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে ভোটদান এবং প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হবার অধিকার আছে। তারা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী জাতীয় পরিষদ, প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতে পারবে। তাছাড়া নাগরিকের মত প্রকাশের অধিকারও রয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সরকারি কর্মকাণ্ড ও নীতিমালার গঠনমূলক সমালোচনার অধিকার রয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকের নারীরা সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

ঘ 'উক্ত অধিকার অর্থাৎ রাজনৈতিক অধিকার ছাড়াও একটি দেশ আরো অনেক অধিকার রয়েছে'—মন্তব্যটির সাথে আমি একমত।

উদ্দীপকের মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির নারীদেরকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার বিষয়টি ফুটে ওঠেছে। তবে একটি দেশের নাগরিকরা এ অধিকারটি ছাড়াও অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, ব্যক্তিগতসহ নানা ধরনের অধিকার ভোগ করে থাকে। যে সকল অধিকার নাগরিকের সুখী সুন্দর ও সভ্য জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক তাকে সামাজিক অধিকার বলে। যেমন— জীবন ধারনের অধিকার, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকার, সম্পত্তি ভোগের অধিকার ইত্যাদি।

যেসব অধিকার ব্যক্তিকে অভাব, দারিদ্র ও পুষ্টিহীনতা থেকে মুক্তি দিয়ে অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে তাকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। যেমন— কর্মের অধিকার, ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার ইত্যাদি। আবার নিজ নিজ রাষ্ট্রের ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চর্চা ও পালন করার অধিকারকে সংস্কৃতিক অধিকার বলে, যা নাগরিকের আত্মপরিচয় বহন করে। তাছাড়া একটি দেশের নাগরিক ধর্মীয় অধিকার অর্থাৎ ইচ্ছামত ধর্মমত গ্রহণ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন ও ধর্মীয় মতামত প্রকাশের অধিকার ভোগ করে থাকে। এছাড়াও প্রত্যেক নাগরিক চলাফেরার অধিকার, পরিবার সংগঠনের অধিকারসহ আরও অনেক অধিকার ভোগ করে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একটি দেশের নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার ছাড়াও সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়সহ বিভিন্ন অধিকার রয়েছে যা তার মানবিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৬ মুনতাহা ও আরিফ বাংলাদেশের নাগরিক। তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায়। সেখানে তাদের দু'টি সন্তান জন্ম নেয়। তাদের নাম জিতু ও জুই। তারা সেখানে বড় হয় এবং সেখানেই লেখাপড়া শেষ করে কিন্তু তখনও পর্যন্ত মুনতাহা ও আরিফ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। *◀ শিখনফল-২*

ক. নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণাটি উদ্ভব হয় কোথায়? ১

খ. দ্বৈত নাগরিকতা কাকে বলে? ২

গ. জিতু ও জুইয়ের নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মুনতাহা ও আরিফ কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করতে পারবে বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণাটি উদ্ভব হয় প্রাচীন গ্রিসে।

খ একজন ব্যক্তির একই সঙ্গে দু'টি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনকে দ্বৈত নাগরিকতা বলে।

সাধারণত একজন ব্যক্তি একটিমাত্র রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনের সুযোগ পায়। তবে জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটি নীতি থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন— বাংলাদেশ নাগরিকতা নির্ধারণে জন্মনীতি অনুসরণ করে, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মনীতি ও জন্মস্থান উভয় নীতি অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতার সৃষ্টি হবে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ নাগরিকতা অর্জনে জন্মস্থান নীতিটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতিগুলো আলোচনা করো।

প্রশ্ন ▶৭ ২০০২ সালে অস্কার মনোনীত 'মাটির ময়না' ছবির অন্যতম পরিচালক ক্যাথরিন মাসুদ। তিনি ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের খ্যাতিমান চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদের সাথে বিয়ের পর ১৯৯৫ সাল থেকে তিনি এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। খ্যাতিমান চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ ক্যাথরিন মাসুদ বাংলা ভাষা ও বাঙালি ঐতিহ্যে মুগ্ধ হয়ে চলচ্চিত্র শিল্পকে সামাজিক অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিতকরণে কাজ করে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, তিনি বাংলাদেশের গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। *◀ শিখনফল-২*

ক. বর্তমানে কাদেরকে নাগরিক বলা হয়? ১

খ. নিয়মিত কর প্রদান করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য কেন? ২

গ. ক্যাথরিন মাসুদের নাগরিকত্ব লাভের ক্ষেত্রে কোন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদের বাংলাদেশে নাগরিকতা লাভে কী ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বর্তমানে যারা একটি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে তাদেরকে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক বলা হয়।

খ রাষ্ট্রের উন্নয়মূলক কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিয়মিত ও যথাযথভাবে কর প্রদান করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সরকারের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ জন্য সরকার নাগরিকের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আরোপ করে।

নাগরিকদের দেওয়া কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ অনুমোদন সূত্রে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

ঘ নাগরিকতা লাভের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

প্রশ্ন ▶৮ সেলিম সাহেব একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। তিনি সবসময় তার দায়িত্ব কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন থাকেন। তিনি প্রতিটি ফাইলকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যাচাই-বাছাই করে তবেই স্বাক্ষর করেন। একবার আজাদ নামের এক ব্যক্তি অবৈধভাবে একটি টেন্ডার অনুমোদন করার চেষ্টা করে। বিনিময়ে সেলিম সাহেবকে একটি ফ্ল্যাট বাড়ি লিখে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সেলিম সাহেব সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

◀ শিখনফল-৪ [উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি লালমোহন, ভোলা]

ক. কোনটি ছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না? ১

খ. অর্থনৈতিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সেলিম সাহেবের মধ্যে সুনাগরিকতার যে গুণটির প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে আজাদের কাজটি সুনাগরিকতার পরিপন্থি'— উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতামত পর্যালোচনা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি ছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না।

খ জীবনধারণ ও জীবনকে উন্নত এবং এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকারকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে।

অর্থনৈতিক অধিকার নাগরিকের জীবনধারণ ও উন্নত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। এজন্য ব্যক্তির জীবনে অর্থনৈতিক অধিকার গুরুত্বপূর্ণ। যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার অধিকার, ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার, অবকাশ লাভের অধিকার, শ্রমিক সংঘ গঠনের অধিকার প্রভৃতি হলো নাগরিকের অর্থনৈতিক অধিকারের উদাহরণ।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সুনাগরিকের আত্মসংযম গুণটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা সুনাগরিক হওয়ার অন্তরায়– বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶৯ বাংলাদেশের স্বনামধন্য জিন প্রকৌশলী ড. মাকসুদুল আলম পাট ও ছত্রাকের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছিলেন। এর আগে তিনি মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের কয়েকটি দেশে রাবার ও পেঁপের জীবনরহস্য উন্মোচন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ও তার গবেষণা দল রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থেকে নিজেদের বুদ্ধি, মেধা, দক্ষতা আর নিষ্ঠার সাথে দেশের জন্য গবেষণা করে দেশপ্রেমের সাক্ষর রেখেছিলেন। দেশের অসাধারণ এ গবেষণার সাফল্য সম্পর্কে সানি বলল, মাকসুদুল আলমদের মতো বুদ্ধিমান নাগরিকরা রাষ্ট্রের সম্পদ। *◀ শিখনফল-৪*

ক. স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কোনটি? ১

খ. সুনাগরিকতার শিক্ষা লাভ করা কেন আবশ্যক? ২

গ. উদ্দীপকে সানির বক্তব্যে মাকসুদুল আলমের গবেষণা কাজের মধ্য দিয়ে সুনাগরিকের যে গুণটির অধিক গুরুত্ব পেয়েছে তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো ড. মাকসুদুল আলমের মধ্যে সুনাগরিকতার অন্যান্য গুণাবলিও বিদ্যমান ছিল? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হলো আইন।

খ রাষ্ট্র ও সমাজের সাফল্যের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর করার জন্যই সুনাগরিকতার শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক।

সুনাগরিক রাষ্ট্রের সম্পদ। সুনাগরিকের ওপর নির্ভর করে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সফলতা। তাই আমাদের প্রত্যেকের সুনাগরিকতার শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বুদ্ধিমান নাগরিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সমাজ– ব্যাখ্যা করো।

ঘ সুনাগরিকের গুণগুলো বর্ণনা করো।

প্রশ্ন ▶১০ মি. সাহিদ একটি সরকারি ব্যাংকের লোন সেকশনে চাকরি করেন। একজন সৎ অফিসার হিসেবে ইতোমধ্যে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। একদিন ফরিদ নামে এক লোক তার কাছে লোনের বিষয়ে আলোচনা করে ৫০ লাখ টাকা লোন চায়। তার জন্য সে সাহিদকে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব করে। সাহিদ বিনয়ের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করে তার লোন পাসের ব্যবস্থা করেন। *◀ শিখনফল-৪*

ক. কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে কী বলে? ১

খ. সামাজিক অধিকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে মি. সাহিদের ঘুষ না নেওয়ার ব্যাপারটি সুনাগরিকের কোন গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. বুদ্ধিমান ও বিবেকবান নাগরিক রাষ্ট্রীয় সুবিধা ভোগের সাথে সাথে নিজের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে 'তথ্য অধিকার' বলে।

খ সমাজে সুখ-শান্তিতে বসবাস করার জন্য আমরা যে অধিকার ভোগ করি তাই সামাজিক অধিকার। যেমন— জীবন রক্ষা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা, মত প্রকাশ, পরিবার গঠন, শিক্ষা, সম্পত্তি অর্জন ও ধর্ম চর্চার অধিকার সামাজিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সুনাগরিকের বিবেক গুণটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ "সুনাগরিক রাষ্ট্রের সম্পদ" – বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶১১ নরসিংদীর পলাশ উপজেলার রহিমা বেগম ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পরিবারে অনেক ব্যস্ত থাকেন। নিজে বেশি দূর লেখাপড়া না করলেও ছেলে-মেয়েদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। এ জন্য তিনি স্বামীকে সাথে নিয়ে বাড়িতেই ক্ষুদ্র পরিসরে কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে রহিমার কুটির শিল্প বিকশিত হলে প্রচুর অর্থ আয় হয়। এ আয়ের মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় বহন করেন এবং একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেন। সম্প্রতি রহিমা শ্রেষ্ঠ নারী উদ্যোক্তা পুরস্কারে ভূষিত হন। *◀ শিখনফল-৫*

ক. স্বাধীনতা কী? ১
খ. 'নিজের ইচ্ছামতো কিছু করাই স্বাধীনতা নয়'— বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. রহিমা বেগমের ঘটনায় কোন ধরনের অধিকার ফুটে উঠেছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. রহিমা রাষ্ট্রের প্রতি কী ধরনের কর্তব্য পালন করছে? আলোচনা কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে মুক্তভাবে নিজ নিজ কার্য সম্পাদনের অধিকারকে স্বাধীনতা বলে।

খ নিজের ইচ্ছেমতো কিছু করাই স্বাধীনতা নয় বরং তা স্বৈচ্ছাচারতার নামান্তর।

শাব্দিক অর্থে মানুষের ইচ্ছানুযায়ী কিছু করা বা বলার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলা হয়। কিন্তু এমন কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতা, অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। এতে স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। সমাজে প্রতিটি মানুষ যদি অনিয়ন্ত্রিত ও সীমাহীন স্বাধীনতা উপভোগ করতে চায় তাহলে একের ইচ্ছা ও প্রয়োজনের সাথে অন্যের সংঘাত দেখা দেবে। তাই সমাজের সকল সদস্যের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও নিশ্চিত নিরাপত্তা বিধানের জন্য ব্যক্তির আচার-আচরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা আবশ্যক। সুতরাং, অপরের কাজে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করে নিজে কাজ সম্পাদন করার অধিকারকেই স্বাধীনতা বলে। তাই বলা যায়, নিজের ইচ্ছামতো কিছু করাই স্বাধীনতা নয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ অর্থনৈতিক অধিকার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ রাষ্ট্রের মধ্যে কীভাবে অর্থনৈতিক কর্তব্য পালন করা যায় আলোচনা কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶১২ নজরুল ইসলাম ১৯৯১ সালে কানাডায় জন্মগ্রহণ করলেও ১০ বছর বয়স থেকে বাংলাদেশেই বসবাস করছেন। লোকজনকে বিভিন্ন সময় অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন বলে এলাকায় তার অনেক জনপ্রিয়তা রয়েছে। এ জনপ্রিয়তার কারণে তিনি আগামী সংসদ নির্বাচনে দাঁড়ানোর চিন্তাভাবনা করছেন। *◀ শিখনফল-১*

ক. বাংলাদেশের আইন বিভাগের নাম কী? ১
খ. জেলা প্রশাসককে জেলা প্রশাসনের মধ্যমণি বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের নজরুল ইসলামকে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কোন যোগ্যতা অর্জন করতে হবে?ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জাতীয় সংসদের সদস্য হয়ে তিনি কীভাবে এলাকার জনগণের জন্য কাজ করতে পারেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

প্রশ্ন ▶১৩ সোহেল ও স্যামুয়েল বাংলাদেশের একটি তৈরি পোশাক শিল্পে কাজ করে। সোহেলের ন্যায় স্যামুয়েল নিজের পছন্দমতো খাদ্যদ্রব্য, জামাকাপড় ইত্যাদি ক্রয় করে ভোগ করতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকার পরও বাংলাদেশের সরকারি চাকরির জন্য স্যামুয়েল আবেদন করতে না পারলেও সোহেল পেরেছে। *◀ শিখনফল-১*

ক. নাগরিক ব্যক্তির পরিচয় হলে নাগরিকতা কী? ১
খ. 'বিবেক' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. স্যামুয়েলের ভোগ করা অধিকারের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'সোহেল এবং স্যামুয়েল দুইজনের পরিচয়ই অভিন্নসূত্রে গাঁথা বলে কি তুমি মনে করো?' উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

প্রশ্ন ▶১৪ ইমতিয়াজ উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। শিক্ষা শেষ করে তিনি সে দেশের এক নাগরিককে বিবাহ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা শুরু করেন এবং নিয়মিত ও সময়মতো কর প্রদান করেন। *◀ শিখনফল-২*

ক. নাগরিকতা অর্জনের কয়টি পদ্ধতি রয়েছে? ১
খ. দ্বৈত নাগরিকতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ইমতিয়াজ কোন সূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "ইমতিয়াজের সময়মতো কর প্রদান সুনাগরিকের একটি বিশেষ গুণকে নির্দেশ করে"— উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

প্রশ্ন ▶১৫ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

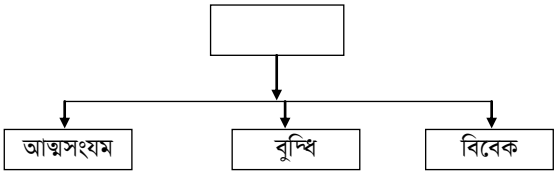

◀ শিখনফল-২

ক. কখন তথ্য অধিকার আইন পাস করা হয়? ১
খ. নৈতিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ছকের ফাঁকা স্থানে কোন শব্দ বসবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "আধুনিক রাষ্ট্রে একজন নাগরিকের জন্য উক্ত গুণাবলিগুলো অর্জন করা খুবই জরুরি" বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন ▶১৬ জনাব রুহুল আমীন এক পুত্র ও দুই কন্যা সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন। পুত্র সাজ্জাদ পিতার মৃত্যুর পর দুই কন্যা আমেনা ও ইরাকে সম্পত্তি দিতে অস্বীকার করে। আমেনা ও ইরা বাধ্য হয়ে ভাই সাজ্জাদের বিরুদ্ধে মামলা করে। মামলার রায়ে আমেনা ও ইরা সম্পত্তির অধিকার লাভ করে। সাজ্জাদ তার ভুল বুঝতে পেরে বোনদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। *◀ শিখনফল-৫*

ক. স্বাধীনতা কী? ১
খ. বিধি বিধান বা নিয়ম-কানুনকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. "সম্পত্তির অধিকার" কোন ধরনের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত? এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সাজ্জাদের কর্মকাণ্ড কোন ধরনের অধিকার পরিপন্থি? বিশ্লেষণ করো। ৪

প্রশ্ন ▶১৭ ফাহিমা ইটভাটায় কর্মরত একজন নারী শ্রমিক। মাস শেষে মালিক তাকে পুরুষ শ্রমিক অপেক্ষা কম পারিশ্রমিক দিলে সে অসন্তুষ্ট হয়। *◀ শিখনফল-৫*

ক. 'যেখানে আইন নেই, সেখানে স্বাধীনতা নেই'— উক্তিটি কার? ১
খ. স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ফাহিমা কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ফাহিমার অধিকার প্রতিষ্ঠায় তুমি কী ধরনের সুপারিশ করবে? মতামত দাও। ৪

প্রশ্ন ▶ ১৮ কামাল পাশা তার পুত্র ইমাম হোসেনকে একদিন তার কক্ষে ডেকে আনল এবং বলল, আমরা আমাদের যা ইচ্ছা তা করতে পারি না। আমরা রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত বিষয়গুলোর ওপর চর্চা করতে পারি। রাষ্ট্র বা সমাজ যেসব বিষয়কে স্বীকৃতি দেয়নি ওসব আমাদের করার কোনো ন্যায়সংগত উপায় নেই। তাই সবার উচিত রাষ্ট্র বা সমাজের অনুমোদনহীন কিছু না করা। ◀ *শিখনফল-৬*

ক. অধিকারের লক্ষ্য কী? ১

খ. "ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটায় অধিকার"— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কামাল পাশার দেওয়া তথ্যে অধিকারের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. শুধু উদ্দীপকের আলোচিত বিষয় নয়, অধিকারের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে— বিশ্লেষণ কর। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক—
ক জন্মসূত্রে
খ বৈবাহিক সূত্রে
গ রাজনৈতিক সূত্রে
ঘ অর্থনৈতিক সূত্রে

২. নাগরিকের কর্তব্যকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ

৩. তথ্য অধিকার আইন কত সালে পাস হয়?
ক ২০০৭ সালে
খ ২০০৮ সালে
গ ২০০৯ সালে
ঘ ২০১০ সালে

৪. রাষ্ট্রের সব নাগরিকই—
ক সুনাগরিক
খ ধনী
গ পরিশ্রমী
ঘ সুনাগরিক নয়

৫. সুনাগরিক হওয়ার জন্য কোনটি প্রয়োজন?
ক উচ্চ শিক্ষিত হওয়া
খ কর্তব্য সচেতন হওয়া
গ আত্মসংযমী হওয়া
ঘ অধিকার সচেতন হওয়া

৬. আইনগত অধিকার কত প্রকার?
ক ২ প্রকার খ ৩ প্রকার
গ ৪ প্রকার ঘ ৫ প্রকার

৭. রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের কোন ধরনের শিক্ষা বেশি প্রয়োজন?
ক রাজনৈতিক শিক্ষা
খ সাংস্কৃতিক শিক্ষা
গ সুনাগরিকতার শিক্ষা
ঘ ধর্মীয় শিক্ষা

৮. দেশ ও জাতির স্বার্থে প্রতিটি নাগরিকের কর প্রদান করা কর্তব্য। কারণ—
i. বিভিন্ন সরকারি সংস্থার উন্নয়ন
ii. সেবামূলক কাজ
iii. রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতি সাধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i, ii খ i, iii
গ ii, iii ঘ i, ii, iii

৯. আমার পথ চলার অধিকার আছে-এর অর্থ—
i. রাস্তা বন্ধ
ii. রাস্তায় ভয়
iii. অন্যজনকে পথ চলার সুযোগ দেব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii

১০. নাগরিকের কর্তব্য হলো—
i. রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, আইন মান্য করা, রাষ্ট্রের সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ
ii. সুষ্ঠুভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ, নিয়মিত কর প্রদান, সন্তানদের সুশিক্ষা প্রদান
iii. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. বিবেকবান নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য হলো—
i. রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করে
ii. রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে
iii. ন্যায়ের পক্ষে থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রহিমা স্কুলে যাওয়ার পথে অন্য গ্রামের ছেলেরা তাকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল মন্তব্য করে। তার পরিবার উক্ত বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে জানালে প্রশাসন ঐ সমস্ত ছেলেদের শাস্তি প্রদান করে।

১২. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত রহিমার কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়?
ক সামাজিক
খ রাজনৈতিক
গ অর্থনৈতিক
ঘ আইনগত

১৩. প্রশাসন কর্তৃক শাস্তিদানের ফলে—
i. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হবে
ii. সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে
iii. অপরাধ প্রবণতা কমবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শেফালি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাইলে স্থানীয় লোকজন ধর্মের দোহাই দিয়ে তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে বাধা দেয়। ফলে তার বিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন ভেঙে যায়।

১৪. উদ্দীপকে শেফালির কোন অধিকার ক্ষুণ্ন হয়?
ক সামাজিক খ রাজনৈতিক
গ অর্থনৈতিক ঘ আইনগত

১৫. এরূপ বাধাদানের ফলে—
i. স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হবে
ii. সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে
iii. অপরাধ প্রবণতা কমবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

১৬. কোনটি নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি?
ক দেশ ভ্রমণ
খ উচ্চ শিক্ষিত হওয়া
গ উচ্চ বংশীয় হওয়া
ঘ অনুমোদনসূত্র

১৭. নাগরিকত্বের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন
খ রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন থেকে বিরত থাকা
গ সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার উপভোগ না করা
ঘ দেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত না থাকা

১৮. মি. জন রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশে আশ্রয় নেন। তিনি কীভাবে বাংলাদেশের নাগরিকতা লাভ করতে পারেন?
ক রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে
খ বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে
গ ভোটদানের মাধ্যমে
ঘ বিবাহ বন্ধনের ভিত্তিতে

১৯. নিচের শূন্যস্থানে কী হবে?

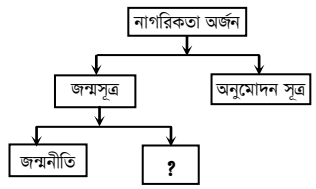

ক বিবাহ খ জন্মনীতি
গ জন্মসূত্র ঘ জন্মস্থাননীতি

২০. আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক—
i. জন্মসূত্রে
ii. আইনগতভাবে
iii. বৈবাহিক সূত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. দ্বৈত নাগরিকতার সমাধান হয়—
i. যখন সন্তান পূর্ণবয়স্ক হয়
ii. যখন সন্তান অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হবে
iii. যখন সন্তান শিক্ষিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. নাগরিক ও বিদেশি একই রাষ্ট্রে বসবাস করে। উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো—
i. নাগরিক স্থায়ী এবং বিদেশি অস্থায়ী বাসিন্দা
ii. নাগরিক ও বিদেশি রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে

iii. নাগরিক ও বিদেশি সামাজিক অধিকার ভোগ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও ii
গ i ও iii ঘ i,ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আনাস সাহেব তার একমাত্র সন্তান ও স্ত্রীসহ ২ বছর পূর্বে চাকরি নিয়ে আমেরিকায় যায়। সেখানে সে বসবাস করার পাশাপাশি রাষ্ট্রের আইন কানুন মেনে চলে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত কতিপয় অধিকার ভোগ করে।

২৩. আমেরিকায় আনাস সাহেব একজন—

i. বিদেশি
ii. অস্থায়ী বাসিন্দা
iii. নাগরিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii
গ i ও ii ঘ i ও iii

২৪. আনাস সাহেবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে—

ক তিনি আমেরিকার নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন
খ তিনি সেখানকার সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে পারবেন
গ তার সন্তান আমেরিকার নাগরিক
ঘ তিনি স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন করতে পারবেন

২৫. একটা লোক রাস্তার পাশে আড়াল করে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। তার বন্ধু এই পথ দিয়ে যখন আসবে তখন তাকে মারবে। তার বন্ধু কাছে আসার পর আর মারতে পারল না তার দয়া হলো। এখানে সুনাগরিকের কোন গুণটি কাজ করেছে?

ক বুদ্ধি
খ বিবেক
গ আত্মসংযম
ঘ সহনশীলতা

২৬. গণতান্ত্রিক সফলতার জন্য খুব বেশি প্রয়োজন—

i. শিক্ষিত সুনাগরিকের
ii. আত্মসংযমী সুনাগরিকের
iii. বুদ্ধিমান সুনাগরিকের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. চিত্রটি নাগরিকের কোন অধিকারকে নির্দেশ করে?

ক মৌলিক অধিকার খ নৈতিক অধিকার
গ রাজনৈতিক অধিকার ঘ সামাজিক অধিকার

২৮. রাফি বাংলাদেশের একজন নাগরিক। সে ২০০১ সালের অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার নিজের পছন্দমতো প্রার্থীকে ভোট প্রদান করেন। রাফির ভোট প্রদান কোন ধরনের অধিকার?

ক অর্থনৈতিক খ ব্যক্তিগত
গ সামাজিক ঘ রাজনৈতিক

২৯. শ্রমিক সংঘ গঠনের অধিকার কোন ধরনের অধিকার?

ক নৈতিক খ সামাজিক
গ অর্থনৈতিক ঘ রাজনৈতিক

৩০. স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কোনটি?

ক আইন খ ধর্ম
গ সাম্য ঘ ন্যায়বোধ

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১.▶ মানব শিশু জন্মের পর পরই চিৎকার করে পৃথিবীকে জানিয়ে দেয় তার আগমনি ধ্বনি, সচেতন হয়ে ওঠে তার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। ছোট্ট এই দুর্বল শিশু তার কিছু অধিকার (দুর্বল হিসেবে সাহায্য পাওয়ার, শিক্ষার, সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার) নিয়ে আস্তে আস্তে বড় হয়। এইভাবে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিও সে তার দায়িত্ব পালন করে। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তার কর্তব্যের কথা মনে রাখতে হয়। কারণ কর্তব্য পালন না করলে অধিকার ভোগ করা যায় না।

ক. নাগরিক ও নাগরিকতার ধারণার উদ্ভব হয় কোথায়? ১
খ. নাগরিকতা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে মানুষের যেসব অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষ লাইনটি ব্যাখ্যা কর এবং এ সম্পর্কে তোমার মতামত তুলে ধর। ৪

২.▶ রফিক এবং করিম দু'জনেই বাংলাদেশের নাগরিক। রফিক নিয়মিত কর প্রদান করে না, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় এবং রাষ্ট্রের প্রতি নির্লিপ্ত আচরণ করে। যা সুনাগরিক হবার পরিপন্থি। অপর পক্ষে করিম সুনাগরিকতা অর্জনের জন্য এর সকল গুণাবলি নিজের মধ্যে লালন করেছেন।

ক. কীসের মাধ্যমে নাগরিকের বুদ্ধির বিকাশ হয়? ১
খ. অনুমোদন সূত্রে কীভাবে নাগরিকতা লাভ করা যায়? ২
গ. রফিকের সুনাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে— তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. করিমের মধ্যে সুনাগরিকের যেসব গুণাবলির বিকাশ ঘটেছে— তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ এ্যামেকা নাইজেরিয়ার অধিবাসী। তিনি বাংলাদেশে মোহামেডান দলের ফুটবলার হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ দিন যাবৎ এদেশে বসবাস করছেন। এদেশের ফুটবল অঙ্গনে তার সুনাম এবং খ্যাতি দেখে সরকার তার আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন। নাগরিকত্ব লাভের পর তিনি এদেশের আইন মেনে চলা, নিয়মিত কর প্রদান করা, জনসেবা ইত্যাদি কর্তব্য পালনে অবিচল থাকেন।

ক. কোন অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত হয় না? ১
খ. আইনগত কর্তব্য বলতে কী বোঝ? ২
গ. এ্যামেকার নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'অধিকার ভোগের মধ্যে কর্তব্য নিহিত আছে'– উক্তিটি এ্যামেকার ভূমিকার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ রফিক, করিম ও মনির বাল্যবন্ধু। লেখাপড়া শেষ করে রফিক সেনা কর্মকর্তা ও করিম চাকরি করে প্রশাসনে। কিন্তু মনির লেখাপড়া না করায় সে এখন শ্রমজীবী। আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর পূর্বে প্রাচীন গ্রিসে তাদেরকে নাগরিক বলা হতো যারা সরাসরি রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করত।

ক. বাংলাদেশের কোথায় মাতৃতান্ত্রিক পরিবার রয়েছে? ১
খ. পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সময়ের প্রেক্ষাপটে বন্ধুদের মর্যাদা নিরূপণ করো। ৩
ঘ. 'আধুনিক ধারণা অনুসারে মনিরও দেশের নাগরিক বলে গণ্য হবে'— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ আযফিম বই পড়ে জানতে পারে, মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। রাষ্ট্রের উন্নতি অবনতি সবকিছুই নাগরিকের ওপর নির্ভর করে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক যেমন অধিকার ভোগ করে, তেমনি তাকে রাষ্ট্রের প্রতি কতগুলো দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হয়।

ক. সুনাগরিকের কী কী গুণ থাকা প্রয়োজন? ১
খ. নাগরিকের অধিকার গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি তুমি কীভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে? ৩
ঘ. দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিতকল্পে নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তব্যগুলো পালন করা উচিত- উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ মামুন ১৯৬৫ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকরি করত এবং ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল। যুদ্ধের সময় মামুন তার বাবার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে আটকা পড়ে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর মামুনের পরিবার পাকিস্তানে অবস্থান করলেও সে দেশের নির্বাচনে তারা ভোট দিতে পারে না। পরবর্তীকালে নাগরিক বিধি মোতাবেক তাদেরকে বাংলাদেশে ফেরত আনা হয়।

ক. কে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ? ১
খ. আইন মান্য করা বলতে কী বোঝ? ২
গ. মামুন কীভাবে পাকিস্তানের নাগরিক হতে পারত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের নাগরিকতা লাভের পদ্ধতি মামুনের পরিবারকে নিজ দেশে ফেরত আনতে কীভাবে সাহায্য করেছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ ফয়সাল ও মিমি দুজন স্বামী-স্ত্রী। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে তারা আমেরিকা চলে যান। কিছু দিন পর আমেরিকাতে তাদের একটি পুত্র সন্তান

জাভেদ জন্মগ্রহণ করে। শিক্ষাগ্রহণ শেষে উক্ত দম্পতি আমেরিকাতেই চাকরি শুরু করেন এবং ঐখানকার নাগরিকত্ব লাভের চেষ্টা করতে থাকেন।

ক. আইনগত অধিকার কত প্রকার? ১
খ. নাগরিক বলতে কী বোঝ? ২
গ. জাভেদের নাগরিকত্ব কীভাবে নির্ধারিত হবে? নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতির আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উক্ত দম্পতির পক্ষে আমেরিকার নাগরিকত্ব অর্জন সম্ভব"- উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮.▶ সুমন সাহেব একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। তিনি রাষ্ট্রের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য গুরুত্ব দিয়ে কাজ করেন। সুমন সাহেবের নিকট থেকে সুবিধা আদায়ের জন্য জনাব রফিক বড় অঙ্কের টাকা ঘুষ দিতে চাইলে সুমন সাহেব তা প্রত্যাখ্যান করেন।

ক. অধিকার কত প্রকার? ১
খ. বুদ্ধিমান নাগরিককে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয় কেন? ২
গ. সুমন সাহেবের কাজটির মাধ্যমে সুনাগরিকের কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'রফিক সাহেবের কাজটি সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক'— মূল্যায়ন করো। ৪

৯.▶ শামীম পাঁচ বছর আগে স্কলারশিপ নিয়ে ব্রিটেনে গমন করে। পড়ালেখা করতে করতে সে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং নাগরিকতা লাভ করে। নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য কিছুদিন আগে সে বাংলাদেশে এসেছে।

ক. অর্থনৈতিক অধিকার কী? ১
খ. অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ব্রিটেনে শামীমের নাগরিকতা লাভের কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শামীম ব্রিটেনের নাগরিক হওয়ার পরও বাংলাদেশে ভোট দিতে এসেছে— এর যথাযথ কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ আনোয়ার স্যার পৌরনীতির ক্লাসে বললেন, সচেতন নাগরিক রাষ্ট্রের সম্পদ। নাগরিক হিসেবে সবার উচিত দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করা। তিনি বলেন, যথার্থ এবং বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন নাগরিক উন্নত জাতি গঠনে ভূমিকা পালন করতে পারে।

ক. কানাডায় কোন নীতির ভিত্তিতে নাগরিকতা অর্জিত হয়? ১
খ. নৈতিক অধিকারের আইনগত ভিত্তি নেই কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সচেতন নাগরিক রাষ্ট্রের সম্পদ— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন নাগরিক বলতে নাগরিকদের কোন শ্রেণিকে বোঝানো হয়েছে? উন্নত জাতি গঠনে তাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ জনাব হাসান রসুলপুর উপজেলার একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি। বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিপুল ভোটাধিক্যে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। চেয়ারম্যান পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন।

ক. নাগরিকতা কাকে বলে? ১
খ. বুদ্ধিমান নাগরিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব হাসানের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা নাগরিকের কোন অধিকারকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'অধিকার কর্তব্যের মধ্যে নিহিত'— তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	ক	২	ক	৩	গ	৪	ঘ	৫	গ	৬	খ	৭	গ	৮	ঘ	৯	গ	১০	খ	১১	ঘ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	গ
১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	ক	২২	গ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	গ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	ক